[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ইহসানের আচরণ করতে বলেছেন।

একবার রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি আসল তার সাথে একজন বৃদ্ধ লোক ছিল। রসূলাল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে অমুক, তোমার সাথে এই বৃদ্ধ লোকটি কে? সে বললো, ইনি আমার পিতা। তিনি বললেন, তার সম্মুখে হেঁটো না, তার পূর্বে বসো না, তার নাম ধরে ডেকো না, এবং তাকে গালি দেওয়ার কারণ হয়ো না।(অর্থাৎ তুমি কারো পিতাকে গালি দাও, আর সে জবাবে তোমার পিতাকে গালি দেয়) (হায়াতুস সাহাবাহ)

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন দেখতে পেলেন, দু’জন লোক রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন অন্যজন থেকে অধিকতর বয়ষ্ক। কনিষ্ঠজনকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘সংগের লোকটি তোমার কে? সে বলল ‘আব্বা।’ তিনি বললেন, ‘তুমি কখনও তার নাম ধরে ডাকবে না, তাঁর আগে আগে চলবে বা এবং তাঁর বসার আগে কোথাও বসবে না।’

ইবনে মুহাইরিয রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, পিতার পথ থেকে কোনো কষ্টদায়ক বস্ত্ত সরানোর উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁর আগে চলা তার অবাধ্যতার নামান্তর।

ওমর ইবন যরকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘আপনার প্রতি আপনার ছেলের আনুগত্য বা সদ্ব্যবহারের অবস্থাটা কেমন ছিল? তখন তিনি বললেন, আমি দিনের বেলায় হাঁটলে সে আমার পিছনে পিছনে হাঁটত; আর রাতের বেলায় হাঁটলে সে আমার সামনে সামনে হাঁটত; আর আমি নিচে থাকলে সে কখনও ছাদের উপরে উঠত না।’(উয়ুনুল আখবার)

পিতার অবাধ্য হলে দুনিয়াতেই তার শাস্থি পাওয়া যায়।

আর আসমা’য়ী বলেন, আরবের এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ ও সবচেয়ে অনুগত মানুষের সন্ধানে বের হলাম; অতঃপর আমি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত আমি দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের সময় এক বৃদ্ধের দেখা পেলাম, পানি উঠানোর জন্য যার গলায় রশি দিয়ে বালতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে, যা টেনে উঠানো উটের পক্ষেও সম্ভব নয়, আর তার পিছনে চামড়ার পেঁচানো রশি (চাবুক) হাতে এক যুবক তাকে প্রহার করছে; আর সে এ রশি দ্বারা পিটিয়ে তার পিঠ রক্তাক্ত করে ফেলেছে। অতঃপর আমি বললাম, তুমি কি এই দুর্বল বৃদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহকে

ভয় করনা? তার ঘাড়ে রশি লাগিয়ে দেওয়াটা কি যথেষ্ট হয়নি যে, তুমি তাকে আবার প্রহার করছ?

তখন সে বলে, তাতো আমি আমার পিতার সাথে এই ব্যবহার করছি(তাতে তোমার কি); তখন আমি বললাম: তাহলে তো আল্লাহ তোমাকে ভালো পুরস্কার দিবেন না।

তখন সে বলল, চুপ কর, সে তো তার পিতার সাথে এরূপ ব্যবহার করত; আর তার পিতাও তার দাদার সাথে অনুরূপ ব্যবহার করত; তখন আমি বললাম: এই হলো সবচেয়ে অবাধ্য মানুষ।

অতঃপর আমি ঘুরতে লাগলাম, শেষ পর্যন্ত দেখা পেলাম এক যুবকের, যার ঘাড়ে একটি ঝুড়ির মধ্যে রয়েছে এক বৃদ্ধলোক, মনে হচ্ছিল যেন একটি মুরগীর বাচ্চা; তারপর সে সব সময় তাকে তার সামনে রাখত এবং তাকে খাওয়াতো যেমনিভাবে মুরগীর বাচ্চাকে খাওয়ানো হয়; তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম: উনি কে? সে বলল: আমার আব্বা, বয়সের ভারে তার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, আমি তাকে দেখাশুনার দায়িত্ব নিয়েছি; তখন আমি বললাম, এই হলো আরবের সবচেয়ে অনুগত ও ভাল মানুষ।(ইবরাহীম আল-বায়হা ‘আল-মাহাসেন ওয়াল মাসাওয়ী)

ছাবিত বুনানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন, কোনো এক স্থানে সে তার পিতাকে প্রহার করছে। তখন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ব্যাপার কী? এখানে এনে তোমার পুত্র তোমাকে প্রহার করছে কেন? পিতা বলল তাকে ছেড়ে দাও। কারন আমি আমার পিতাকে এই স্থানে প্রহার করেছিলাম। সুতরাং তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরুপ আমার ছেলেও আমাকে ঠিক ঐ স্থানে মারছে। তার কোনো দোষ নেই।(তাম্বীহুল গাফেলীন)

আল্লাহ তা’য়ালা আমাদেরকে পিতার হক আদায়ের দ্বারা মহান আল্লাহ্ তা’য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন।(আমীন)

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

লেখক:
বায়োকেমিস্ট, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়, খুলনা

ভয় ও আশা-ড. মুহাম্মদ বেলায়েত হুসাইন

পবিত্র কুরআনে কারীমায় মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “আমার বান্দাদের বলে দাও, আমি তোপরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি- সেটাও অতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি!’(সুরা হিজর; ৪৯-৫০)

পবিত্র কুরআনে কারীমায় অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, হা-মিম। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবা কবুল করেন। যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী। (সুরা মুমিন, ১-৩)

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তায়ালা যেমন ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, তেমনি তিনি কঠিন শাস্তিদাতাও। একজন মুমিনের দ্বীলের ভিতরে দুইটি প্রকষ্ট থাকবে যার একটিতে থাকবে মহান আল্লাহর ভয় অন্যটিতে থাকবে তাঁর রহমতের আশা। এ জন্য ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ আকিদা ও বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করতে হবে আশা ও ভয়ের সমন্বয়ে।

হজরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক যুবকের কাছে গেলেন, যখন সে মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজেকে কি অবস্থায় মনে করছ? সে উত্তর দিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আল্লাহর রহমতের আশা করছি, আবার নিজের গুনাহের জন্য ভয়ও পাচ্ছি। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এমন মুহূর্তে যার অন্তরে এ দুটি জিনিস একত্রিত হয় তাকে আল্লাহ্ আশার বস্তুটি দান করে থাকেন আর যে জিনিসটি থেকে সে ভয় পায় সে জিনিস থেকে আল্লাহ তাকে নিরাপদ করে দেন। (তিরমিযী)

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ফারুক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, ‘কাল কিয়ামতের ময়দানে যদি অদৃশ্য জগৎ থেকে আওয়াজ দেয়া হয়: একজন মানুষ ব্যতীত অপর কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না, তখন আমি ধারণা করি এবং প্রবল আশা রাখি যে, সে ব্যক্তি আমিই হবে। আর যদি অদৃশ্য জগতের বাণী এই হয় যে, কেবল একটি মাত্র লোক দোজখে যাবে, তবে আশঙ্কা করছি যে, না জানি সেই লোক আমিই হই’ (কিমিয়ায়ে সা’আদত)

প্রকৃতপক্ষে মানুষের মনে আল্লাহ ভীতি এবং রহমতের আশা সমানভাবে থাকতে হবে। আল্লাহর ভয় মানুষের অন্তরের চালনাকারী, যা তাকে সকল

ভালো কাজের দিকে ধাবিত করে। সকল অকল্যাণ ও বদ-আমল থেকে বিরত রাখে। আর আশা হচ্ছে সম্মুখবর্তী পরিচালক যা বান্দাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি পর্যন্ত নিয়ে যায়। বড় বড় নেক-আমল করার হিম্মত ও সাহস বাড়িয়ে দেয়। বদ-আমল থেকে সরিয়ে আনে। আর এটাই হলো গোলামী ও দাসত্বের সারমর্ম।

বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে পুরা বিশ্ব যখন দিগি¦দিক হারিয়ে হতবিহব্বল তখন একজন মুমিনের কাজ হচ্ছে, সে হতবিহব্বল হবে না, দিগি¦দিক হারিয়ে পেরেশান হবে না। সে তার মালিক কতৃক প্রেরিত আজাবকে ভয় করবে আবার তাঁর রহমতের আশাও করতে থাকবে। মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহ্ তায়ালা পৃথিবীতে পূর্বেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতীর উপর বিভিন্ন রোগ যেমন, প্লেগ, যক্ষ্মা, কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত প্রভৃতির মাধ্যমে মহামারী প্রেরণ করেছিলেন। আবার নির্দিষ্ট সময় পর তা তুলে নিয়েছেন। যা যুগযুগ ধরে স্থায়ী হয় নি। ঠিক তেমনি বর্তমান বিশ্বে করোনাভাইরাসের যে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে তাও মহান আল্লাহ্ তায়ালা নির্দিষ্ট সময় পর তুলে নেবেন। ইনশাআল্লাহ। আমাদের জন্য করনীয় হল সেই মহান মালিক কতৃক প্রেরিত আজাবকে ভয় করে সমস্ত প্রকার গুনাহে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা ইস্তেগফার করা ও নেক আমালের দিকে ফিরে আসা, আর সাথে সাথে তাঁর রহমতেরও আশা করা।

আসুন আমরা সেই মহান মালিকের নিকটে দু’আ করি, হে মালিক! আমরা আমাদের সমস্ত প্রকার গুনাহে অনুতপ্ত হয়ে অপনার দরবারে তাওবা করছি আপনি আমাদের তাওবা কবুল করুন। আপনি আমাদেরকে নিরাশ ও হতাশ করবেন না। আমাদের মন্দের কারণে আমাদেরকে আপনার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমাদের অপরাধের কারণে আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করবেন না। (আমিন)
আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

লেখক:
বায়োকেমিস্ট. মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়, খুলনা।

একদিনে দুই আপনজনকে হারালাম: প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এবং দলের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক ও ধর্মপ্রতিমন্ত্রী শেখ মো. আবদুল্লাহর মৃত্যুতে শোকে স্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোববার জাতীয় সংসদের ভাষণে এই দুই নেতাকে স্মরণ করে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, যাদের সব সময় পাশে পেয়েছি, তাদের মধ্যে দুই আপনজনকে একদিনেই হারালাম, এটি খুবই কষ্টের।

এদিন এই দুই সংসদ সদস্যের মৃত্যুতে সংসদে আনা একটি শোক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়। এর আগে শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করেন সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ কয়েকজন সংসদ সদস্য।

আলোচনায় অংশ নিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, একই দিনে পরপর দুজনের মৃত্যু খুবই কষ্টকর। আমাদের এই সংসদে বারবার শোক প্রস্তাব আনতে হচ্ছে।

শোক প্রস্তাবের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী দুই নেতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তাদের পরিবার সদস্যদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান।

নাসিম ও আব্দুল্লাহকে স্মরণ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমি দেশে ফেরার পর রাজনীতি করার মত পরিবেশ ছিল না। পদে পদে আমাকে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ সময় যে দুজনকে আমি সব সময় পাশে পেয়েছি, একই দিনে তাদের হারালাম।

‘ওয়ান-ইলেভেনের’ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর তখনকার সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকারের সময় সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম কারাগারে থাকাবস্থায় স্ট্রোক করে পড়ে ছিলেন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওই সময় কারাবন্দি সালমান এফ রহমানের জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স সবসময় জেলগেইটে রাখা থাকত তার পরিবারের পক্ষ থেকে। ওই অ্যাম্বুলেন্সে করে মোহাম্মদ নাসিমকে হাসপাতালে নেয়া সম্ভব হয় বলে তিনি সেই যাত্রায় বেঁচে যান। তবে ওই সময় তার শরীরের একপাশ অবশ হয়ে যায়।

আবেগাপ্লুত আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, ‘অনেক কষ্ট বুকে নিয়ে এখানে দাঁড়াতে হচ্ছে। মাত্র ১০ তারিখে (১০ জুন) আমরা পার্লামেন্ট অধিবেশন শুরু করলাম। তখন একজন মাননীয় সংসদ সদস্য মৃত্যুবরণ করেছেন। শোক প্রস্তাব নিয়েছি।

কয়েকটা দিন মাত্র গেল। আজ ১৪ তারিখ। আমরা হারালাম আমাদের সংসদের সদস্য মোহাম্মদ নাসিমকে। সকালে পেলাম তার মৃত্যুর খবর, আর রাতে ১০টা-সাড়ে ১০টায় আবদুল্লাহ সাহেবের কথা শুনলাম অসুস্থ। হাসপাতালে নিতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে না গিয়ে নিয়ে যাওয়া হল সিএমএইচে। যাওয়ার পথে জাহাঙ্গীর গেইট পার হতে না হতে একটা অ্যাটাক হল। খুব অল্প সময়ে মধ্যে পরপর তিনটা অ্যাটাক। একই দিনে দুজনের মৃত্যু। আমাদের জন্য খুবই কষ্টকর…।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করেনাভাইরাসে এমন একটি অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে দলের কেউ মারা গেলে তার পরিবারের কাছে ছুটে গিয়ে সান্ত্বনাটুকু তিনি দিতে পারছেন না।

সংসদে আসতে বাধা পেয়েছেন জানিয়ে সংসদ নেতা বলেন, আজকে আমি সংসদে আসব, কিন্তু আমাকে অনেক জায়গা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ভীষণভাবে বাধা দেয়া হয়েছে, ‘না না আপনি যাবেন না, নেত্রী যাবেন না’। আমি বললাম গুলি, বোমা, গ্রেনেড কত কিছুই তো মোকাবেলা করে করে এ পর্যন্ত এসেছি। এখন কী একটা অদৃশ্য শক্তি তার ভয়ে ভীত হয়ে থাকব আর পার্লামেন্টের মেম্বার, আমাদের আওয়ামী লীগের পরিবারের একজন সংসদ তাকে হারিয়েছি, আর আমাদের কেবিনেট সদস্য একজন, তাকে হারালাম- আর সেখানে আমি যাব না! এটা তো হয় না।

অন্যদের মধ্যে বিরোধী দলীয় উপনেতা গোলাম মোহাম্মদ কাদের, মতিয়া চৌধুরী, মৃণাল কান্তি দাস, হাবিবে মিল্লাত, জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশীদ এবং ওয়ার্কার্স পার্টির মুস্তফা লুৎফুল্লাহ শোক প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নেন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ব্রেইন স্ট্রোক করেছিলেন ৭২ বছর বয়সী নাসিম। ৯ দিন লাইফ সাপোর্টে থেকে শনিবার সকালে মারা যান বর্ষীয়ান এই রাজনীতিক। এই শোক না কাটতেই একই দিন রাতে বেইলি রোডের বাসায় অসুস্থ হয়ে পড়েন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মো. আবদুল্লাহ। তাকে ঢাকা সিএমএইচে নেয়ার পথে মৃত্যু হয়। সে সময় জানানো হয়েছিল, ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর ‘হার্ট অ্যাটাক’ হয়েছিল।

মৃত্যুর পর নমুনা পরীক্ষা করে জানা যায়, তিনি করোনাভাইরাসেও আক্রান্ত ছিলেন।
যুগান্তর রিপোর্ট

এ বছর কোটার ২০ শতাংশ যেতে পারবেন হজে

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সৌদি আরব। এমন পরিস্থিতিতে চলতি বছরে হজ যাত্রীদের সংখ্যা কাটছাঁট করে হজ পালনের অনুমতি দেয়া হতে পারে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে প্রতিটি দেশকে তাদের নিয়মিত কোটার ২০ শতাংশ নাগরিককে এবার হজ পালনের সুযোগ দিতে পারবে সৌদি।

প্রতিটি মুসলমান জীবনে অন্তত একবার হলেও হজ পালনের ইচ্ছা পোষণ করেন। প্রতি বছর প্রায় ২৫ লাখ মুসলমান মক্কা ও মদিনায় গিয়ে জমায়েত হন।

সরকারি উপাত্ত থেকে জানা গেছে, হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের কাছ থেকে সৌদি আরব বছরে এক হাজার ২০০ কোটি ডলার আয় করে।

কিন্তু এ বছর ওমরাহ বাতিল করে হজের পরিকল্পনাও স্থগিত রাখতে আহ্বান জানিয়েছে দেশটি। আগামী জুলাইয়ের শেষ দিকে হজ পালনের কথা রয়েছে।

সৌদিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে গেছে। অধিকাংশ হজযাত্রী জেদ্দা হয়েই মক্কায় যান। সেই জেদ্দায়ও লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

চলতি বছরে কেবল প্রতীকী সংখ্যক লোককে হজ পালনের অনুমতি দেয়ার কথা ভাবছে সৌদি। অতিরিক্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিধিনিষেধের পাশাপাশি বয়স্ক লোকদের হজ পালনে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

প্রতিবছর কতজন লোক হজ করতে যেতে পারবেন, কোটা অনুসারে দেশগুলোকে তা ভাগ করে দেয়া হয়। চলতি বছরে সৌদি কর্তৃপক্ষ মনে করেন, অতিরিক্ত কঠোর পদক্ষেপের কারণে তারা প্রতিটি দেশের কোটার ২০ শতাংশ পূরণ করতে পারবেন।

তিনটি সূত্র জানিয়েছে, বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা হজ বাতিলের তোরজোর করছেন।

কিন্তু হজ বাতিল কিংবা সীমিত করে দেয়া হলে দেশটির অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা লাগবে। করোনা প্রতিরোধের লড়াইয়ে লকডাউনের কারণে তেলের দামও পড়ে গেছে।

কাজেই মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকোচনের পূর্বাভাস দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। সরকারের গণমাধ্যম কার্যালয় ও হজ এবং ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। সূত্র-যুগান্তর

মেহেরপুরসহ সারা দেশে মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে বিভিন্ন মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঈদুল ফিতরের জামাত । সোমবার (২৫ মে) সকালে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে এ সকল ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়।

নিরাপদ সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব এবং করোনা ভাইরাস পরিস্থিতির জন্য সরকারের অন্যান্য নির্দেশনা মেনেই জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জামাত শেষে খুতবা পেশ করা হয়। এর পর অনুষ্ঠিত হয় দোয়া ও মোনাজাত। মোনাজাতে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সম্প্রতি বৈশ্বিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতদের জন্য দোয়া করা হয়েছে। এছাড়া মোনাজাতে সব উম্মতে মোহাম্মদির গুনাহ মাফ চাওয়া হয়। সব মৃত ব্যক্তির কবরের আজাব মাফ চাওয়া হয়। যেকোনো বিপদ থেকে দেশকে হেফাজতের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিধি মানতে নামাজ শেষে কাউকেই দেখা যায়নি হাত মেলানো বা কোলাকুলি করতে। ফলে কিছুটা আক্ষেপ নিয়েই মুসল্লিরা ফিরেছেন ঘরে।

অনেকে আবার বলেন, ঈদের নামাজের পর প্রধান আনন্দ কোলাকুলিতেই। তবে নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থেই এবার তারা এসব থেকে বিরত থাকছেন।
মেপ্র/এমএফআর

তাবলিগে ভিড়ে সৌদি যাওয়ার চেষ্টা, ১৭ জেএমবি গ্রেফতার

রাজধানীর কাকরাইল মসজিদ এলাকা থেকে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল মোজাহেদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) ১৭ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা কৌশলে তাবলিগ জামাতের সঙ্গে মিশে সৌদি আরবে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম বিভাগ।

ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের এডিসি তহিদুল ইসলাম জানান, সোমবার সন্ধ্যায় কাকরাইল মসজিদের উল্টো দিকে পাবলিক হেলথ কার্যালয়ের সামনে থেকে ১৭ জেএমবিকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

তারা হলেন- হায়দার আলী, মাহমুদুল হাসান ওরফে মাসুম, জামিরুল ইসলাম, বিল্লাল হোসেন, মো. শেখ আরাফাত ওরফে জনি, ইমরুল হাসান ওরফে ইমন, সাইফুল ইসলাম, মোজাম্মেল হক, মো. শাহজালাল, মো. আক্তারুজ্জামান, মো. মাহমুদুল হাসান ওরফে সাব্বির, মো. আবিদ উল মাহমুদ ওরফে আবিদ, মো. সোহাইল সরদার, মো. ওবায়দুল ইসলাম ওরফে সুমন, মাহমুদ হাসান ওরফে শরীফ, মো. মাজেদুল ইসলাম ওরফে মুকুল ও সোহাগ হাসান।

তাদের কাছ থেকে ১৯টি মোবাইল ফোন, ২ লাখ ৩৪ হাজার টাকা এবং ৯২২

ডলার জব্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করেছে যে তারা জেএমবির সদস্য। তাদের বিরুদ্ধে রমনা থানায় সন্ত্রাস দমন আইনে একটি মামলা করা হয়েছে।

গ্রেফতার ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে এডিসি তহিদুল বলেন, মোস্তাক মুহাম্মদ আরমান খান নামে এক ইঞ্জিনিয়ার বাংলাদেশ থেকে ২০১৭ সালে সৌদি আরবে যান এবং এখনও সেখানেই অবস্থান করছেন। তিনি নিজেকে ‘ইমাম মাহাদির সৈনিক’ দাবি করে বিভিন্ন বক্তব্য দেন এবং মানুষকে কথিত জিহাদে যোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়ে অডিও ভিডিও প্রচার করেন। গ্রেফতার হওয়া ১৭ জন তার বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে সৌদি আরবে যাওয়ার চেষ্টায় ছিল।

এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে ‘হিজরতের’ সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর কৌশল হিসেবে তাবলিগ জামাতের দলে ভিড়ে যায়।

গ্রেফতাররা জানিয়েছেন, তারা পলাতক রবিউল সৈয়দ মোস্তাক বিন আরমানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং গত মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় তারা পরস্পর যোগাযোগ করে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। তাবলিগ জামাতের আড়ালে সাতক্ষীরা বা বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে তারা ভারত-কাশ্মীর সীমান্ত হয়ে সৌদি আরব পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে বলা হয়েছিল, করোনার দুর্যোগে আকাশ থেকে এক ধরনের গজব নেমে আসবে এবং সব কিছু ধোঁয়াছন্ন হয়ে যাবে। তখন সীমান্তে কোনো পাহারা থাকবে না-এই সময় তারা যেন চলে আসেন।

এই বিশ্বাস নিয়ে গত ১৮ মার্চ তারা প্রথমে সাতক্ষীরা ও পরে যশোর সীমান্তের কাছে বিভিন্ন মসজিদে অবস্থান করেন ভারতে যাওয়ার জন্য। তারা সাতক্ষীরা ও যশোর সীমান্ত দিয়ে পার হতে না পেরে ঢাকা হয়ে সিলেট সীমান্ত দিয়ে ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং সে মোতাবেক তারা বিভিন্ন জেলা থেকে ঢাকায় আসেন।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]?

[redacted]

গর্ভাবস্থায় মায়েরা কি রোজা রাখতে পারবেন, রোজা রাখলে তাদের করণীয় কী- যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় এসব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছেন ইম্পেরিয়াল হসপিটাল লিমিটেডের অ্যাসোসিয়েট কনসালটেন্ট (গাইনি বিভাগ) ডা. নুসরাত জাহান।

তিনি বলেন, গর্ভবস্থায় মায়েরা রোজা রাখতে পারবেন। তবে যেসব মায়েরা এ সময় কোনো ধরনের শরীরিক সমস্যায় ভোগেন তাদের ক্ষেত্রে রোজা না রাখাটাই উত্তম।

ডা. নুসরাত বলেন, এসব মায়েদের রোজা রাখার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। সন্তানের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা আছে কিনা তা জানতে হবে। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনির সমস্যা, প্রস্রাবের ইনফেকশন থাকলে রোজা না রাখাই ভালো।

গর্ভের প্রথম তিন মাস রোজা রাখার বিষয়ে তিনি বলেন, গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস রোজা রাখলে সমস্যা হতে পারে। কারণ এ সময় অতিরিক্ত বমি হয়ে থাকে। এছাড়া দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে গর্ভের সন্তানের নড়াচড়া কমে যায়।

রোজা রাখলে করণীয়

১. সেহরিতে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে। একবারে বেশি পানি পান করা যাবে না। শুধু পানি না খেয়ে লেবুর শরবত খাওয়া যেতে পারে। এতে সামান্য লবণ মিশিয়ে নিতে পারেন।

২. ইফতারে বিভিন্ন ধরনের তাজা ফলের রস, ডাবের পানি ও খেজুর খেতে পারেন। কলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম যা দুর্বলতা দূর করতে সাহায্য করে। তাই খেতে পারেন কলাও।

৩. দুধ প্রোটিনের ভালো উৎস। সেহরিতেও দুধ খেতে পারেন।

৪. ইফতারে ভাজাপোড়া না খেয়ে পুষ্টিকর খাবার খাওয়াই ভালো।

৫. গর্ভাবস্থায় অনেকের ওষুধ খেতে হয়। দিনের বেলার ওষুধগুলো রাতে খেয়ে নিবেন। আর যেসব ওষুধ দুইবার খাবার নিয়ম আছে তা ইফতারের সময় একবার ও শেষরাতে আরেকবার খেয়ে নিন।

যেসব সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন

১. প্রস্রাবের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে কমে গেলে, বমি হলে কিংবা

অজ্ঞান হয়ে গেলে।

২. গর্ভাবস্থায় সন্তান ১২ ঘণ্টায় দশ থেকে বারো বার নড়াচড়া করে। নড়াচড়া কম অনুভব করলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৩. ডিহাইড্রেশনের কারণে অনেক সময় ইউটেরাসের কনট্রাকশন শুরু হতে পারে। তাই লেবার পেইন বা পেটে ব্যথা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

১৪০০ বছরে এই প্রথম আল-আকসা মসজিদে ভিন্নচিত্র, মন খারাপ মুসল্লিদের

১৪০০ বছরে এমনটা কখনও হয়নি। এবার করোনার জন্য সেটাই হচ্ছে জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে। রমজানে মুসল্লি শূন্য মসজিদ চত্বর। প্রতিবারই পবিত্র রমজান মাসজুড়ে হাজার হাজার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জামাতে নামাজ পড়তেন এখানে। কখনও মানুষের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যেত। এবার একজনও মানুষ নেই সেই মসজিদে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে তৃতীয় পবিত্রতম এই মসজিদ। আপাতত জেরুজালেমে সবরকম জমায়েত বন্ধ। মসজিদে জামাতে নামাজ আদায়ও বন্ধ।

নির্দেশনা মোতাবেক বাড়িতে নামাজ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। মহামারী করোনার তাণ্ডবে এমন সিদ্ধান্তে ফিলিস্তিনিদের মন খারাপ। পূর্ব জেরুজালেমের বাসিন্দা আম্মার বাকির বললেন, আল-আকসা মসজিদ কখনও বন্ধ থাকতে পারে এটা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। মসজিদ বন্ধের প্রভাব পড়ছে জনগণের মধ্যে। সবার মন খারাপ। পবিত্র রোজা এভাবে কাটবে আমরা মেনে নিতে পারছি না। মসজিদ চত্বরে কোনও মানুষ নেই। স্বপ্নেও এমন ছবি দেখিনি কখনও।

মহামারী করোনার সংক্রমণ থেকে বাঁচতে গত ২২ মার্চ থেকে আল-আকসা

মসজিদ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। নামাজ আদায় বন্ধ বলে জানায় জেরুজালেম ইসলামিক ওয়াকফ কাউন্সিল। গত ১৬ এপ্রিল জানানো হয়, এই নিষেধাজ্ঞা এবারের রমজান মাস জুড়ে অব্যাহত থাকবে। তারাবিহ—র নামাজ এবার বাড়িতেই আদায় করার অনুরোধ করে কর্তৃপক্ষ। নামাজ আদায় বন্ধ থাকলেও আল-আকসায় যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত আজান দেওয়া অব্যাহত থাকবে।
আল-আকসার পরিচালক শেখ ওমর আল-কিসোয়ানি বলেছেন, গত ১৪০০ বছরে এমন কখনও হয়নি। সবার মনে কষ্ট হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এই ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। প্রসঙ্গত, ফিলিস্তিনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩৫। মৃত্যু হয়েছে মাত্র দু’জনের। উল্লেখ্য, প্রাণঘাতী করোনার ছোবলে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। বিশ্বজুড়ে এখন পর্যন্ত এক লাখ ৯৭ হাজার ৩০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে আর আক্রান্ত ছাড়িয়েছে ২৮ লাখ।

সূত্র : প্যালেস্টাইন ক্রোনিকেল।

আগামীকাল রমযান শুরু

বাংলাদেশের আকাশে আজ শুক্রবার পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেছে। আগামীকাল শনিবার থেকে রোজা।

আজ সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

ইসলামী বিধান অনুযায়ী, রমজানের চাঁদ দেখা যাওয়ায় আজ শুক্রবার রাতে সেহরি খেয়ে আগামীকাল রোজা রাখবেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা। শনিবার হবে প্রথম রোজা।